জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা………………………………….....													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	১	সংখ্যা	উপসচিব (প্রশাসন)	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন	১	১	১				
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	উপসচিব (প্রশাসন)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%				
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	উপসচিব (প্রশাসন)	২	লক্ষ্যমাত্রা		১	১				
						অর্জন	-	২	-				
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	উপসচিব (প্রশাসন)	১ (৩০)	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	১ (৩০)				
						অর্জন	-	১ (৩০)	-				
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/ নথি বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	উপসচিব (প্রশাসন)	২ ও ১৫-১২-২২ ১৫-০৬-২৩	লক্ষ্যমাত্রা		১ ও ১৫-১২-২২	-	১ ও ১৫-০৬-২৩			
						অর্জন		১ ও ১৫-১২-২২	-				
১.৬ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান (প্রযোজ্য নয়)	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	উপসচিব (প্রশাসন)	২৫-১০-২২ ২৫-০১-২৩ ২৫-০৪-২৩	লক্ষ্যমাত্রা		২৫-১০-২২	২৫-০১-২৩	২৫-০৪-২৩			
						অর্জন		২০-১০-২২	১৮-০১-২৩				
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন													
২.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	উপসচিব (প্রশাসন/ বাজেট)	৩১.০৭.২২ (রাজস্ব) ৩১.০৭.২২ (উন্নয়ন)	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.০৭.২২ ৩১.০৭.২২	-	-				
						অর্জন	২১.০৭.২২ ৩১.০৭.২২	-	-				

২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের)	ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	২	%	উপসচিব (প্রশাসন/ উন্নয়ন)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০%	৩০%	৬০%	১০০%			
						অর্জন	১০%	৪৮.০৪৯%	৬৩.৭০%				
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বাজেট বাস্তবায়িত	৩	%	উপসচিব (উন্নয়ন)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০%	২৫%	৫০%	১০০%			
						অর্জন	১৩.৫৩%	৪৭.৬২%	৬৩.৭১%				
২.৪ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৩	সংখ্যা	উপসচিব (উন্নয়ন)	১৬ (PSC)	লক্ষ্যমাত্রা	৪ (PSC)	৪(PSC)	৪ (PSC)	৪ (PSC)			বিবরণী: (সংলাগ খ) সংযুক্তি
						অর্জন	৩ (PSC)	৭(PSC)	৬(PSC)				
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৫	তারিখ	উপসচিব (উন্নয়ন)	৩০-০৬-২৩	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৩০-০৬-২৩			বিবরণী: (সংলাগ গ) সংযুক্তি
						অর্জন	-	-	-				
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম ……………………………………(অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)													
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	প্রত্যায়নপত্র প্রদানকৃত	৩	সংখ্যা	উপসচিব (প্রশাসন)	১	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	১			
						অর্জন	-	-	-	-			
৩.২ ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে Top Up এর অর্থ NGO এর মাধ্যমে অনূর্ধ্ব ৫০০০০ টাক EFT এর মাধ্যমে প্রদান	ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে Top Up এর মাধ্যম EFT	৫	সংখ্যা	উপসচিব (উন্নয়ন)	১২	লক্ষ্যমাত্রা	২	২	৪	৪			
						অর্জন	৩৭	৫০	০০				
৩.৩ জাতীয় সম্পদ (সড়ক ও সেতু এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধিকল্পে প্রচার- প্রচারণা ও সচেতনতাবৃদ্ধি এবং weighing scale ব্যবহার করে অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আয়	রাজস্ব আয়	৫	সংখ্যা	উপসচিব (উন্নয়ন	৪০ লক্ষ	লক্ষ্যমাত্রা	১০ লক্ষ	১০ লক্ষ	১০ লক্ষ	১০ লক্ষ			
						অর্জন	২৫.৩৯৬ লক্ষ	২৫.৬৭৮ লক্ষ	২৫.৬৬১ লক্ষ	-			
৩.৪ চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন এবং বিলম্বের ক্ষেত্রে দূর্বলতার দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ		৫	সংখ্যা			লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন	১	১	১	-			

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
আইসিটি সেল

নৈতিকতা কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মো. মনজুর হোসেন সচিব
সভার তারিখ	৪ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
সভার সময়	বেলা ১১.৩০ ঘটিকায়
স্থান	সেতু বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুরোধক্রমে উপসচিব (প্রশাসন) সেতু বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২০২২-২৩ এর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় উপস্থাপন করেন।

২। অত:পর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১	উপসচিব (প্রশাসন) সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ।	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো।	উপসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ
০২	**সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার আয়োজন:** সেতু বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা,২০২২-২৩ এর কার্যক্রম ১.৩ এর আওতায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে ০২ টি সভা আয়োজন করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। সেতু বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ২ টি অংশীজন সভা ইতোমধ্যে মতলব উত্তর, চাঁদপুর ও গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়।	সেতু বিভাগের অংশীজন সভা আয়োজন করার ধারা অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করা হলো।	উপসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ

০৩	**কর্মপরিবেশ উন্নয়ন:** ক) উপসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ সভাকে জানান যে, কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে বিধি মোতাবেক পুরাতন নথি বিনষ্ট করার জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর পরিচালক (প্রশাসন) কে অতি দ্রুত পুরাতন নথি বিধি মোতাবেক বিনষ্ট করণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। খ) ইতোমধ্যে ১৫.১২.২০২২ তারিখে সৌন্দর্য বর্ধন ও বাগান সৃজনের মাধ্যমে অফিস প্রাঙ্গণে ও করিডোরে বৃক্ষরোপণ, ভবনের সামনে ফুল বাগান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় । কর্মপরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অফিস প্রাঙ্গণে ও করিডোরে বৃক্ষরোপণ এবং অফিস প্রাঙ্গণ ও কমন ওয়াশরুম নিয়মিত পরিষ্কার করার ধারা অব্যাহত রয়েছে। গ) অফিসের সৌন্দর্য বর্ধনে গাছ লাগানোর ধারা অব্যাহত আছে।	ক) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পুরাতন নথি সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুসরণপূর্বক বিনষ্ট করতে অনুরোধ করা হলো। খ) কর্মপরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অফিস প্রাঙ্গণে ও করিডোরে বৃক্ষরোপন এবং অফিস প্রাঙ্গণ ও কমন ওয়াশরুম নিয়মিত পরিষ্কার করার ধারা অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করা হলো। গ) অফিসের সৌন্দর্য বর্ধনে গাছ লাগানোর ধারা অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করা হলো।	পরিচালক (প্রশাসন) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, উপসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ
০৪	**ফিডব্যাক সভা:** ২০/১০/২০২২ তারিখে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান করা হয়।	ফিডব্যাক সভা আয়োজনের ধারা অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করা হলো।	উপসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ
০৫	**বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়ন:** সভায় উপসচিব (বাজেট) জানান যে,২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার ৩০% বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এ পর্যন্ত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার (রাজস্ব খাত) ৩৪% বাস্তবায়িত হয়েছে।	ব্যয় সাশ্রয় সংক্রান্ত নির্দেশনার আলোকে বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে অনুরোধ করা হলো।	উপসচিব (বাজেট), সেতু বিভাগ
০৬	**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন:** সভায় উপসচিব (উন্নয়ন) জানান যে,২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২৫% বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সেতু বিভাগ ৪৮.০৫% বাস্তবায়ন করেছে।	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করতে হবে।	উপসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ
০৭	**প্রকল্পসমূহের PSC ও PIC সভা আয়োজন:** সভায় উপসচিব (উন্নয়ন) জানান যে, এ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ২য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ০৮টি PSC সভা আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। ইতোমধ্যে ১০টি PSC সভা আয়োজন করা হয়েছে।	প্রমাপ আনুযায়ী সভা আয়োজনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	উপসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ

০৮	**প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তর:** বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন) সভায় জানান যে, সাবওয়ে প্রকল্পের কিছু সম্পদ গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু কিছু ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ অকেজো এবং ব্যবহার অনুপযোগী। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, প্রকল্পে নতুন সরঞ্জামাদি (যেমন- গাড়ি, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) ক্রয় করার পর স্টক রেজিস্টার তৈরি করা প্রয়োজন। স্টক রেজিস্টার এ সম্পদের (ইলেক্ট্রনিক ও মেকানিক্যাল) ইউনিক আইডি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হবে সে সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে অর্থবছর শেষে প্রকল্পের সম্পদ (গাড়ি, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) হস্তান্তরের জন্য পত্র প্রদান করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	প্রকল্পে নতুন সরঞ্জামাদি (যেমন- গাড়ি, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) ক্রয় করার পর স্টক রেজিস্টারে ইউনিক আইডিসহ লিপিবদ্ধ করতে অনুরোধ করা হলো। ২০২২-২৩ অর্থবছরে যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হবে সে সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে অর্থবছর শেষে প্রকল্পের সম্পদ (গাড়ি, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) হস্তান্তরের জন্য পত্র প্রদান করতে অনুরোধ করা হলো।	প্রকল্প পরিচালক, বহুমুখী সেতু প্রকল্প ও কর্ণফুলী টানেল প্রকল্প, উপসচিব (প্রশাসন) সেতু বিভাগ
০৯	**সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ:** সভাপতি মহোদয় গাড়ির প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে যথাযথ সরকারি ব্যয় সাশ্রয় নীতিমালা অনুযায়ী গাড়ির ব্যবহার নিশ্চিত করতে অনুরোধ করেন।	প্রাধিকার ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী সরকারের ব্যয় সাশ্রয় নীতিমালা মোতাবেক সরকারি যানবাহনের জ্বালানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	উপসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ
১০	**EFT এর মাধ্যমে Top Up এর অর্থ প্রদান:** প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে EFT এর মাধ্যমে Top Up এর অর্থ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি মহোদয় সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর সকল প্রকার পেমেন্ট ব্যাংকের EFT এর মাধ্যমে প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করেন।	প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে EFT এর মাধ্যমে Top Up এর অর্থ প্রদান অব্যাহত রাখার অনুরোধ করা হলো। সকল প্রকার লেনদেন EFT এর মাধ্যমে প্রদান করার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) বাংলাদেশ সেতু কতৃপক্ষ, উপসচিব (বাজেট) সেতু বিভাগ
১১	**Weighing Scale ব্যবহার করে অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আয়:** উপসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, Weighing Scale ব্যবহার করে অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে ২য় ত্রৈমাসিকে ১০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ইতিমধ্যে ২৫.৬৮৭ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে। সভাপতি মহোদয় Weighing Scale এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহননিয়ন্ত্রণের জন্য Weighing Scale এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, উপসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ

১২	**বিবিধ:** **(i) চাষাবাদযোগ্য জমি চাষের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ:** সভাপতি মহোদয় সভার সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন চাষাবাদযোগ্য জমি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চাষের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেসব জমি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চাষ করা সম্ভব না, সে ক্ষেত্রে পুর্নবাসন গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে অস্থায়ী ইজারার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। পদ্মা পুর্নবাসন এলাকায় চাষাবাদ যোগ্য জমি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) কে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, চাষাবাদযোগ্য জমি চিহ্নিত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চাষাবাদ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন ফেব্রুয়ারীর মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করার জন্য সভাপতি মহোদয় অনুরোধ করেন । এছাড়া চাষাবাদ যোগ্য জমি চাষের ব্যবস্থাপনার জন্য সভাপতি মহোদয় যুগ্মসচিব (প্রশাসন)-কে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেন।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন চাষাবাদযোগ্য জমি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করে আগামী এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। পদ্মা পূর্নবাসন গ্রামে চাষাবাদ যোগ্য জমি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মহোদয় কে অনুরোধ করা হলো। বাসেকের আওতাধীন চাষাবাদ যোগ্য জমি চাষের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করা হলো: ১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ – সভাপতি ২। পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ – সদস্য ৩। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ – সদস্য ০৪। উপসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ- সদস্য ০৫। ।অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ – সদস্য ০৬। সিনিয়র সহকারী সচিব, (আইন) সেতু বিভাগ - সদস্য ০৭। প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ – সদস্য ০৮। সাইট অফিসের প্রতিনিধি – সদস্য ০৯। উপরিচালক (এস্টেট), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ – সদস্য সচিব	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ পরিচালক (প্রশাসন) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, উপসচিব (প্রশাসন) সেতু বিভাগ

	(ii) রাজস্ব আয় বৃদ্ধি: বঙ্গাবন্ধু সেতু এলাকায় রাজস্ব যথা: ভূমি ইজারা, পুকুর ইজারা, কটেজ ভাড়া , রেল ট্যারিফ, বিদ্যুৎ ট্যারিফ, অপটিক্যাল ফাইবার ভাড়া ইত্যাদি আদায় কার্যক্রমের দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ এবং আদায় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	ক) ইজারা বর্হিভূত জমি চিহ্নিত করে ইজারা আওতায় আনতে হবে। খ) পুকুর ইজারা মূল্য আদায় কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বছরভিত্তিক অব্যাহত রাখতে হবে। গ) পুকুর ইজারার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত রাখার বিষয়ে প্রাধিকার দিতে হবে।	উপপরিচালক (এস্টেট), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
	(iii) চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন: সেতু বিভাগের চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন জন্য প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের অর্থ এবং সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের আওতাধীন সেতুসমূহে ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সভাপতি মহোদয় সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।	সেতু বিভাগের চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের অর্থ এবং সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। সেতু বিভাগের আওতাধীন সেতুসমূহে ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	প্রধান প্রকৌশলী, বাসেক প্রকল্প পরিচালক (সকল), উপসচিব (উন্নয়ন) সেতু বিভাগ

৩। সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মো. মনজুর হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫০.০০.০০০০.২০১.৩৭.০৩২.১৩.৩

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪২৯
০৫ জানুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ

২) পরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

৩) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ

৪) পরিচালক, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

৫) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

৬) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৭) উপসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, সেতু বিভাগ
৮) উপসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, সেতু বিভাগ
৯) উপ-সচিব, বাজেট অধিশাখা, সেতু বিভাগ
১০) অতিরিক্ত পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১১) একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, সেতু বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় আবগতির জন্য)
১২) সিনিয়র সহকারী সচিব, বাজেট শাখা-১, সেতু বিভাগ
১৩) সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা, সেতু বিভাগ
১৪) প্রোগ্রামার , আইসিটি সেল, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১৫) উপপরিচালক, এস্টেট শাখা, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১৬) সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা, সেতু বিভাগ
১৭) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ
১৮) সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ

Alamgir

মোঃ আলমগীর হুসাইন
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
আইসিটি সেল
www.bridgesdivision.gov.bd
সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা

নৈতিকতা কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	মন্তব্য
০১	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো।	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়েছে।
০২	সেতু বিভাগের অংশীজন সভা আয়োজন করার ধারা অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করা হলো।	গত ২৯/১১/২০২২ তারিখে সেতু বিভাগের অংশীজন সভা আয়োজন করা হয়েছে।
০৩	ক) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পুরাতন নথি সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুসরণপূর্বক বিনষ্ট করতে অনুরোধ করা হলো। খ) কর্মপরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অফিস প্রাঙ্গণে ও করিডোরে বৃক্ষরোপন এবং অফিস প্রাঙ্গণ ও কমন ওয়াশরুম নিয়মিত পরিষ্কার করার ধারা অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করা হলো। গ) অফিসের সৌন্দর্য বর্ধনে গাছ লাগানোর ধারা অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করা হলো।	ক) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পুরাতন নথি সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুসরণপূর্বক নথি বিনষ্ট করতে বিধিমালা অনুসারে বিনষ্টযোগ্য নথি চিহ্নিত করা হয়েছে। খ) গত ১৫.১২.২০২২ তারিখে সৌন্দর্য বর্ধন ও বাগান সৃজনের মাধ্যমে অফিস প্রাঙ্গনে ও করিডোরে বৃক্ষরোপণ, ভবনের সামনে ফুল বাগান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া কর্মপরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অফিস প্রাঙ্গণ ও কমন ওয়াশরুম নিয়মিত পরিষ্কার করার ধারা অব্যাহত রয়েছে। গ) অফিসের সৌন্দর্য বর্ধনে গাছ লাগানোর ধারা অব্যাহত রয়েছে।
০৪	আওতাধীন সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক সভার আয়োজনের ধারা অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করা হলো।	আওতাধীন সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক সভার আয়োজনের ধারা অব্যাহত রয়েছে।
০৫	ব্যয় সাশ্রয় সংক্রান্ত নির্দেশনার আলোকে বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে অনুরোধ করা হলো।	ব্যয় সাশ্রয় সংক্রান্ত নির্দেশনার আলোকে বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
০৬	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করতে হবে।	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

০৭	প্রমাপ অনুযায়ী PSC সভা আয়োজনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্পসমূহের PSC সভার আয়োজনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। ৩য় ত্রৈমাসিকে ৫টি এবং এ পর্যন্ত ১৫টি PSC সভা আয়োজন করা হয়েছে।
০৮	প্রকল্পে নতুন সরঞ্জামাদি (যেমন- গাড়ি, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) ক্রয় করার পর স্টক রেজিস্টারে ইউনিক আইডিসহ লিপিবদ্ধ করতে অনুরোধ করা হলো। ২০২২-২৩ অর্থবছরে যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হবে সে সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে অর্থবছর শেষে প্রকল্পের সম্পদ (গাড়ি, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) হস্তান্তরের জন্য পত্র প্রদান করতে অনুরোধ করা হলো।	প্রকল্পে নতুন সরঞ্জামাদি (যেমন- গাড়ি, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) ক্রয় করার পর স্টক রেজিস্টারে ইউনিক আইডিসহ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হবে সে সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে অর্থবছর শেষে প্রকল্পের সম্পদ (গাড়ি, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) হস্তান্তরের জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে।
০৯	প্রাধিকার ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী সরকারের ব্যয় সাশ্রয় নীতিমালা মোতাবেক সরকারি যানবাহনের জ্বালানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রাধিকার ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী সরকারের ব্যয় সাশ্রয় নীতিমালা মোতাবেক সরকারি যানবাহনের জ্বালানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।
১০	প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে EFT এর মাধ্যমে Top Up এর অর্থ প্রদান অব্যাহত রাখার অনুরোধ করা হলো। সকল প্রকার লেনদেন EFT এর মাধ্যমে প্রদান করার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে EFT এর মাধ্যমে Top Up এর অর্থ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সকল প্রকার লেনদেন EFT এর মাধ্যমে প্রদান করার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
১১	অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহননিয়ন্ত্রণের জন্য Weighing Scale এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহননিয়ন্ত্রণের জন্য Weighing Scale এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।
১২	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন চাষাবাদযোগ্য জমি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করে **আগামী এক মাসের মধ্যে** প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। পদ্মা পূর্নবাসন গ্রামে চাষাবাদযোগ্য জমি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মহোদয় কে অনুরোধ করা হলো।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন চাষাবাদযোগ্য জমি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে চাষাবাদযোগ্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। পদ্মা পূর্নবাসন গ্রামে চাষাবাদযোগ্য জমি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
১৩	ক) ইজারা বর্হিভূত জমি চিহ্নিত করে ইজারা আওতায় আনতে হবে। খ) পুকুর ইজারা মূল্য আদায় কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বছরভিত্তিক অব্যাহত রাখতে হবে। গ) পুকুর ইজারার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত রাখার বিষয়ে প্রাধিকার দিতে হবে।	ক) ইজারা বর্হিভূত জমি চিহ্নিত করে ইজারা আওতায় আনার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। খ) পুকুর ইজারা মূল্য আদায় কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বছরভিত্তিক অব্যাহত রয়েছে। গ) পুকুর ইজারার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত রাখার বিষয়ে প্রাধিকার দেওয়া হবে।
১৪	সেতু বিভাগের চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।	সেতু বিভাগের চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিয়মিত সভা আয়োজন করা হয়।

	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের অর্থ এবং সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। সেতু বিভাগের আওতাধীন সেতুসমূহে ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের অর্থ এবং সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার ধারা অব্যাহত রয়েছে। সেতু বিভাগের আওতাধীন সেতুসমূহে ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন ব্যবস্থা জোরদার করণের লক্ষ্যে এটুআই এবং সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে সমন্বয় করে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

৩০/০৩/২০২৩

মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের
উপসচিব (প্রশাসন)
সেতু বিভাগ
ফোন: +৮৮০২৫৫০৪০৩৫১
ইমেইল: dsadmin@bridgesdivision.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
আইসিটি সেল

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	রশিদুল হাসান যুগ্মসচিব
সভার তারিখ	১৮ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
সভার সময়	বেলা ৩.০০ ঘটিকা
স্থান	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের অফিস কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলকর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন) কে অনুরোধ করেন। সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশক্রমে উপসচিব (প্রশাসন) ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন।

২। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১.	**বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটির সভাঃ** বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উত্তম শুদ্ধাচার চর্চার জন্য ২য় ত্রৈমাসিকে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় নৈতিকতার কমিটির সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু শুদ্ধাচারের জন্য উত্তম চর্চা হবে এরকম কাজের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের সভায় আলোচনা করে উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেন। সভাপতি মহোদয় নৈতিকতা সভায় রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	শুদ্ধাচারের উত্তম চর্চার জন্য কর্ম-পরিকল্পনার বাহিরে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। নৈতিকতা কমিটির সভায় রাজস্ব আদায়ের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
০২.	**শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণঃ** শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এসকল প্রশিক্ষণ আয়োজনের ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ শুদ্ধাচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। সভাপতি মহোদয় প্রশিক্ষণ আয়োজন অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

০৩.	**কর্মপরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনাঃ** বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পুরাতন নথি রয়েছে, যা বিধি মোতাবেক বিনষ্ট করার জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অফিস প্রাঙ্গণ নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে। অফিসের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য করিডোরে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। অফিসের পেছনে এবং ছাদে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ করোনা মোকাবেলায় হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করেন। সভাপতি মহোদয় কর্মপরিবেশ উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমগুলো যথাসময়ে সম্পাদন করার জন্য তাগিদ প্রদান করেন।	(১) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পুরাতন নথি বিধি মোতাবেক বিনষ্ট করে দ্রুত প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। (২) অফিস প্রাঙ্গণ নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অব্যাহত রাখতে হবে। অফিসের পেছনে এবং ছাদে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
০৪.	**আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নঃ** রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের ২৫% বাস্তবায়ন হয়েছে। প্রকল্পের PIC সভা মাত্র ৩টি করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোট ১৬টি সভা আয়োজন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন টাকার যাতে অপচয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে PIC সভা শেষ করার অনুরোধ করা হলো।	পরিচালক (পিএন্ডডি), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
০৫.	**শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমঃ** বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার অনুরোধ করা হলো।	পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
০৬.	**অন্যান্য শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্টঃ-** (ক) উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে Top UP এর অর্থ EFT এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।	উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে Top UP এর অর্থ EFT এর মাধ্যমে প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক (পিএন্ডডি), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
	(খ) Weighing scale এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ২য় ত্রৈমাসিকে রাজস্ব আয় ২৫.৬৭৮ লক্ষ হয়েছে।	Weighing scale ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজস্ব আয় অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
	(গ) চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন বিলম্বের ক্ষেত্রে দূর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণ করার জন্য সভা আয়োজন করা হয়েছে।	চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন বিলম্বের ক্ষেত্রে দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণ করার জন্য সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক (পিএন্ডডি), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

৩। সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

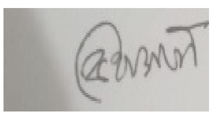

রশিদুল হাসান
যুগ্মসচিব

স্মারক নম্বর: ৫০.০০.০০০০.২০১.৩৭.০৩২.১৩.২৫

তারিখ: ৯ মাঘ ১৪২৯
২৩ জানুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, সেতু বিভাগ
২) পরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৩) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৪) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৫) উপসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, সেতু বিভাগ
৬) উপ-সচিব, বাজেট অধিশাখা, সেতু বিভাগ
৭) অতিরিক্ত পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৮) সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা, সেতু বিভাগ
৯) একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, সেতু বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১০) প্রোগ্রামার , আইসিটি সেল, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১১) সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা, সেতু বিভাগ
১২) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ
১৩) সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ

Alamgir

মোঃ আলমগীর হুসাইন
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাজেট অধিশাখা
www.bridgesdivision.gov.bd

২০২২-২৩ অর্থবছরে সেতু বিভাগের উন্নয়ন মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি				(লক্ষ টাকা)
ক্রম	বাজেট ব্যয়ের ধরণ	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত শতকরা ব্যয়
০১	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন(রাজস্ব)	২১.৩৫	৭.৪৩	৩৪.৮০%
০২	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন(উন্নয়ন)	৭১৪২০২.০০	৪৫৫০১৬.৮৫	৬৩.৭১%
	মোট=	৭১৪২২৩.৩৫	৪৫৫০২৪.২৮	৬৩.৭০%

৩০/০৫/২০২৩

দুলাল চন্দ্র সুত্রধর
উপসচিব (বাজেট)
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাজেট অধিশাখা
www.bridgesdivision.gov.bd

২০২২-২৩ অর্থবছরে সেতু বিভাগের উন্নয়ন মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম	বাজেট ব্যয়ের ধরণ	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত শতকরা ব্যয়
০১	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন(উন্নয়ন)	৭১৪২০২.০০	৪৫৫০১৬.৮৫	৬৩.৭১%

৬/০৪/২০২৩

দুলাল চন্দ্র সূত্রধর
উপসচিব (বাজেট)
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
উন্নয়ন অধিশাখা

সেতু বিভাগের অধীন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতায় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের Project Steering Committee (PSC)-এর ১৩ তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মো. মনজুর হোসেন সচিব, সেতু বিভাগ
সভার তারিখ	০১/০১/২০২৩ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১১:৪৫ ঘটিকা।
স্থান	সেতু বিভাগের সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন (উপস্থিতি শীট)। তিনি বলেন, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি Fast Track- ভুক্ত; গত ২৫ জুন ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'পদ্মা সেতু' শুভ উদ্বোধন করেছেন। ২৬ জুন ২০২২ তারিখ সকাল ০৬:০০ ঘটিকা হতে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের নদীশাসন কাজ চলমান রয়েছে। তিনি উপসচিব (উন্নয়ন) সেতু বিভাগকে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী উপস্থাপনের নির্দেশনা দেন। সেতু বিভাগের উপসচিব (উন্নয়ন) বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করলে কোন সংশোধনী না থাকায় দৃঢ়িকরণ করা হয়। তিনি গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

০২। এ পর্যায়ে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও ডিপিপি'র ৩য় সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র.	প্রকল্পের নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী উইং/কর্মকর্তা

১.	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি।	প্রকল্পের মূল সেতু ও নদীশাসন এর ভৌত অগ্রগতি যথাযথক্রমে ৯৯.৭০% ও ৯৬.২৫%। ইতোমধ্যে জাজিরা ও মাওয়া সংযোগ সড়ক এবং সার্ভিস এরিয়া-২ এর ভৌত কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৯৫.৮০%। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ ২২০২.৮২ কোটি টাকা হতে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১,০০১.৩৫ কোটি টাকা ও ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ৭৪৯.৯৬ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৩৪.০৫%)। ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৮,২৮৪.২০ কোটি টাকা (৯৩.৬৮%)। উল্লেখ্য যে, ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসককে প্রদেয় এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে ইএসএসটি চুক্তির ছাড়কৃত অর্থের মোট ৪৫৫.৬১ কোটি টাকা ফেরত পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্পের মূল সেতুর Defect Liability Period চলমান আছে। এ সময়ে Identified Defect-সমূহ ঠিকাদারের মাধ্যমে মেরামত কাজ চলমান আছে। নদীশাসন কাজ আগামী ৩০ জুন ২০২৩ মাসে সম্পন্ন হবে এবং নদীশাসন কাজের ০১(এক) বছরের Defect Liability Period অর্থাৎ আগামী ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবে সময় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের নদীশাসন কাজ জুন ২০২৩ মাসের মধ্যে কাজের গুনগত মান অক্ষুন্ন রেখে সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট সকল।
২.	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি'র ৩য় সংশোধনের প্রস্তাব।	গত ২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি'র ৩য় সংশোধনের প্রস্তাব বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অনুকূলে দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকালঃ প্রকল্পের মূল ডিপিপি'র মেয়াদকাল ছিল ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত। ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র মেয়াদকাল ছিল ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত। প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদকাল ছিল ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত। তবে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এ পর্যন্ত মোট ৩(তিন) বার মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। নদীশাসন কাজ আগামী ৩০ জুন ২০২৩ মাসে সম্পন্ন হবে। নদীশাসন কাজ শেষে চুক্তির শর্তানুসারে ০১(এক) বছরের Defect Liability Period	২.১ প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি'তে উল্লিখিত আইটেম অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ ও কারণসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে। ২.২ ব্যয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত অঙ্গসমূহের শতকরা হার সুস্পষ্টভাবে ৩য় সংশোধিত ডিপিপি'তে উল্লেখ করতে হবে। ২.৩ (অনুমোদন পাওয়া সাপেক্ষে) পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়কাল ৩০ জুন ২০২৪ এর পর কোনক্রমেই বর্ধিত করা যাবে না। ২.৪ (অনুমোদন পাওয়া সাপেক্ষে) প্রকল্পের প্রস্তাবিত ডিপিপি'র ৩য় সংশোধনের ব্যয় ৩২,৮৭৫.৫২ (বত্রিশ হাজার আটশত পঁচাত্তর

		অর্থাৎ জুন ২০২৪ মাস পর্যন্ত চলমান থাকবে। নদীশাসনের অবশিষ্ট কাজ এবং ঠিকাদারদের দেনা ও পাওনা মিটানোর জন্য প্রকল্পের মেয়াদকাল ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ প্রয়োজন। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণঃ (ক) মূল সেতুর (পদ্মা সেতু) ২২ পিয়ারের রিডিজাইন; (খ) কয়েকটি অস্বাভাবিক বন্যা; (গ) নদীশাসন কাজে মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তে ড্রেজিং চলাকালে ৫০ (পঞ্চাশ) বার Slope Failure; (ঘ) নদীতে অপ্রত্যাশিতভাবে অতিমাত্রায় পলি জমে যাওয়ায় ঠিকাদারের অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হওয়া এবং (ঙ) কোভিড-১৯ মহামারির কারণে কাঙ্খিত পরিমাণ জনবল ও যন্ত্রপাতি Mobilize না হওয়ায় কাজের গতি ধীর হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয়ঃ প্রকল্পের মূল ডিপিপি'র ব্যয় ধরা ছিল ১০,১৬১.৭৫ কোটি টাকা এবং ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র ব্যয় ধরা ছিল ২০,৫০৭.২০ কোটি টাকা। ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র ব্যয় ছিল ২৮,৭৯৩.৩৯ কোটি টাকা। উক্ত অর্থের অতিরিক্ত হিসাবে ১,১৬২.৬৭ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ১,৪০০.০০ কোটি টাকা ২১ জুন ২০১৮ তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত হয় অর্থাৎ মোট অনুমোদিত ব্যয় ৩০,১৯৩.৩৯ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি'র ব্যয় ৩২,৮৭৫.৫২ কোটি টাকা; যা অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে ২,৬৮২.১৩ কোটি টাকা এবং শতকরা হিসাবে ৮.৮৮% বেশী। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণঃ (ক) সরকার কর্তৃক ভ্যাট ও আইটি'র হার ১০.৫% হতে ১৫% বৃদ্ধিকরণ; (খ) প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি পাওয়ায় Construction Supervision Consultant বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি; (গ) মূল সেতু ও নদীশাসন কাজের চুক্তির মেয়াদকালের বাড়তি সময় জনিত ব্যয় বৃদ্ধি; (ঘ) মূল সেতুর ২২টি পিয়ারের পাইল ডিজাইন পরিবর্তন; (ঙ) ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের প্লাটফর্মের ডিজাইন পরিবর্তন ও কাজের পরিধি বৃদ্ধি; (চ) নদীশাসন কাজের জিওব্যাগের আকার পরিবর্তন; (ছ) ফেরীঘাট স্থানান্তর, ফেরী চ্যানেল ড্রেজিং; (জ) মাওয়া প্রান্তে নদীশাসন কাজের ডিজাইন পরিবর্তন; (ঝ) মূল্য বৃদ্ধি; (ঞ) মুদ্রার বিনীময় হার বৃদ্ধি ইত্যাদি।	দশমিক বায়ান্ন) কোটি টাকার মধ্যে প্রকল্পের সকল অঙ্গের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ২.৫ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান অক্ষুন্ন রেখে নদীশাসন কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২.৬ প্রকল্পের হালনাগাদ/সর্বশেষ ছবি ব্যবহার করে উপস্থাপনা করতে হবে। ২.৭ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ শীর্ষক ২য় সংশোধিত প্রকল্পের প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি একনেক সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক খসড়া কপি পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) সেতু বিভাগ, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, প্রকল্প পরিচালক পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট সকল।

		বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং) Japan Debt Cancellation Fund (JDCF)-এর ৩০০.০০ কোটি টাকার অনুদানের বিষয়টি প্রস্তাবিত ডিপিপি'তে উল্লেখ করার অনুরোধ করেন। ভৌত অবকাঠমো বিভাগের প্রতিনিধি প্রস্তাবিত ডিপিপি'র ৩য় সংশোধনীতে আজকের পর্যবেক্ষণসমূহ অন্তর্ভূক্ত করার অনুরোধ করেন। তাছাড়া, একনেক সভায় উপস্থাপনার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত অঙ্গসমূহের শতকরা হার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত ডিপিপি'র ৩য় সংশোধনের বিষয়ে সভাপতি সভাকে জানান যে, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র (পিআইসি) সুপারিশ ও আজকের সভার পর্যবেক্ষণসমূহ নিয়ে ডিপিপি'র ৩য় সংশোধনী প্রস্তাব প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের লক্ষ্যে এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পটি জিওবি ফান্ডে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সাথে অর্থ বিভাগের ঋনচুক্তির আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে; যা বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। আশা করা যায়, পদ্মা সেতুর আদায়কৃত টোল থেকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে সমস্যা হবে না। তিনি পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়কাল ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ প্রকল্পের সকল অঙ্গের কাজ উক্ত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার অনুরোধ করেন।	
৩.	জাজিরা প্রান্তের সার্ভিস এরিয়া পর্যটন খাতে লীজ প্রদান।	জাজিরা প্রান্তের সার্ভিস এরিয়া বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেডসহ আরো ২টি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা প্রয়োজন।	জাজিরা প্রান্তের সার্ভিস এরিয়া পর্যটন খাতে লীজ প্রদানের বিষয়টি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
৪.	পদ্মা সেতু এলাকায় যাদুঘর ও থিমপার্ক স্থাপন।	বুয়েট কর্তৃক পদ্মা সেতু যাদুঘরের নকশায় যাদুঘরটি বাস্তাবায়ন করা খুব ব্যয়বহুল হওয়ায় নির্মাণের বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সম্ভব না হলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে। থিমপার্ক স্থাপনে গঠিত কমিটি স্থান সরেজমিন পরিদর্শন করে দাখিলকৃত প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে সুপারিশসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা প্রয়োজন।	প্রকল্প এলাকায় পদ্মা সেতু যাদুঘর নির্মাণ সংক্রান্ত সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও থিমপার্ক স্থাপনের নিমিত্ত গঠিত কমিটির সুপারিশসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এতদসংশ্লিষ্ট গঠিত কমিটি।

৫.	প্রকল্প এলাকায় ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ।	প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ০১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য সারসংক্ষেপ প্রেরণের প্রক্রিয়া চলমান আছে।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সারসংক্ষেপ দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ এবং পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
৬.	টেলিকমিউনিকেশন ডাক্ট	সভায় অবহিত করা হয় যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পরবর্তী বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভাপতি আগামী বোর্ড সভায় আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভূক্ত করার অনুরোধ জানান।	পদ্মা সেতুতে টেলিকমিউনিকেশন ডাক্ট ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদনের জন্য পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
৭.	বিবিধ	(ক) প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, মূল সেতুর চূড়ান্ত O&M ম্যানুয়েল বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়েছে। নদীশাসন কাজের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। নদীশাসনের O&M ম্যানুয়েল চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান আছে এবং আগামী মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা সম্ভব হবে।	(ক) দাখিলকৃত মূল সেতুর চূড়ান্ত O&M ম্যানুয়েল পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ ও নদীশাসনের O&M ম্যানুয়েল চূড়ান্ত করে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট দ্রুত দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মান প্রকল্প।
		(খ) প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান করেন যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত অধিকাংশ ভূমি সীমানা পিলার/ফেন্সিং দিয়ে দখলে রাখা হয়েছে। জাজিরা প্রান্তের ৫-৬ কিলোমিটার এলাকা স্থানীয় জনসাধারণের কিছু চাহিদা ও আপত্তি থাকায় উক্ত স্থানে সীমানা পিলার/ফেন্সিং দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সেতু বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা পেলে উক্ত স্থানে সীমানা পিলার/ফেন্সিং কাজ সম্পন্ন করতে সহজ হবে। এ ব্যাপারে সভাপতি সভাকে জানান যে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে স্থানীয় জনসাধারনের সাথে কাউন্সিলিং করে সমস্যা সমাধান করা প্রয়োজন।	(খ) অধিগ্রহণকৃত ভূমির অবশিষ্ট অংশের সীমানা পিলার / ফেন্সিং দেয়ার বিষয়ে স্থায়ী সমাধান না আসা পর্যন্ত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন ও সেতু বিভাগের সমন্বয় স্থানীয় জনসাধারণের সাথে কাউন্সিলিং চলমান রাখতে হবে। বাস্তবায়নেঃ পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) এবং প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প।

৩। পরিশেষে আলোচনার আর কোন বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মো. মনজুর হোসেন

সচিব, সেতু বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৫০.০০.০০০০.৩০১.১৪.০১৬.১৫.১০

তারিখ: ২৪ পৌষ ১৪২৯
০৮ জানুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ
২) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
৩) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
৫) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৬) সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৭) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৮) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৯) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
১০) যুগ্মপ্রধান , এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
১১) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
১২) পরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১৩) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
১৪) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১৫) পরিচালক, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১৬) পরিচালক, ডাইরেক্টর (অপারেশন এ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১৭) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১৮) প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প
১৯) অতিরিক্ত পরিচালক, পদ্মা সেতু সাইট অফিস, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
২০) সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (মনিটরিং) এর দপ্তর , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
২১) একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, সেতু বিভাগ
২২) প্রোগ্রামার , আইসিটি সেল, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
২৩) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ
২৪) সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ

মো. আবুল হাসান
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
উন্নয়ন অধিশাখা

পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পে'র Departmental Project Evaluation Committee (DPEC)-এর সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মো. মনজুর হোসেন সচিব
সভার তারিখ	২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
সভার সময়	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	জুম প্লাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ক

সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভায় প্রকল্পের পরিচিতি প্রদানসহ আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক-কে ডিপিপি'র বিশেষ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন (পরিশিষ্ট ক, পরিশিষ্ট খ, পরিশিষ্ট গ)।

২.০ এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ ডিপিপি'র বিশেষ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে সভায় তুলে ধরেন যা নিম্নরূপ:

২.১ প্রকল্প পরিচালক জানান, "পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ" প্রকল্পটি গত ০৮ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ০১ জানুয়ারি, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত এবং প্রকল্পের মোট ব্যয় ২২৪২৭৭.৪৫ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি ২০২০৭৬.৮৮ পক্ষ টাকা এবং সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়ন ২২২০০.৫৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় এ্যাট-গ্রেড সড়ক প্রশস্তকরণ ১০.৩৭ কিলোমিটার ও দোতলা রাস্তা/এলিভেটেড রোড নির্মাণ ৯.০৬ কিলোমিটার।

২.২ অনুমোদিত ডিপিপিতে ভূমি অধিগ্রহন ও পুনর্বাসন খাতে মোট ৮৩৬.৩৮৯৯ কোটি টাকা সংস্থান রয়েছে। কিন্তু মৌজা রেট বৃদ্ধিজনিত কারণে উক্ত খাতে মোট ১২৫৩.৪১৩৯ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে; যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

(ক) এল এ কেস নং-০৮/২০২১-২২ এর বিপরীতে জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ হতে প্রাপ্ত ৩১.৬১২৫ একর জমির প্রাক্কলিত মূল্য: ১০৪৩.৩০ কোটি টাকা।

(খ) এল এ কেস নং-০৩/২০২১-২২ এর বিপরীতে জেলা প্রশাসন, মুন্সীগঞ্জ কে ২.২৫ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ পরিশোধিত মূল্য: ৩৯.৮৫ কোটি টাকা।

(গ) সংশোধিত এলাইনমেন্ট অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জ জেলায় প্রস্তাবিত ৩.৯১৫ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ আনুমানিক মূল্য: ৬০ কোটি টাকা।

(ঘ) পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী Title ও Non-Title ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারের ক্ষতিপূরণ বাবদ আনুমানিক মূল্য: ৯২.০০৩৯ কোটি টাকা।

(ঙ) ৫টি সরকারি/বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের ৪.০৪ একর জমি (অবকাঠামোসহ) হস্তান্তর বাবদ আনুমানিক মূল্য: ১৫ কোটি টাকা।

(চ) এনজিও এর চুক্তিমূল্য: ৩.২৬ কোটি টাকা।

২.৩ উক্ত ১২৫৩.৪১৩৯ কোটি টাকা ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৮৩৬.৩৮৯৯ কোটি হতে (১২৫৩.৪১৩৯-৮৩৬.৩৮৯৯)=৪১৭.০২৪ কোটি টাকা বেশি যা অনুমোদিত ডিপিপি'র ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতের ৪৯.৮৬% বেশি। ৪১৭.০২৪ কোটি টাকা বর্ধিত ব্যয় ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতে সংযোজন করত: মোট প্রকল্প ব্যয় ২৬৫৯৭৯.৮৫ লক্ষ টাকার বিশেষ সংশোধিত ডিপিপি'র অনুমোদন প্রয়োজন।

৩.০ সভার এ পর্যায়ে সভাপতি সভায় উপস্থিত কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

৩.১ উপপরিচালক (উপসচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ জানতে চান যে, বিশেষ সংশোধিত ডিপিপি সরকারি বিধি মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা? এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক জানান, সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১৮.১ অনুযায়ী বিশেষ সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ধরনের বিশেষ সংশোধনের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ খাতে সংস্থানকৃত ব্যয়ের অনুর্ধ্ব ৫০(পঞ্চাশ) শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধি করা যায়।

৪.০ জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ জানান যে, নারায়ণগঞ্জ জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত প্রাক্কলনের সমুদয় অর্থ জমা প্রদান ব্যতিরেকে বিধি মোতাবেক আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমি অধিগ্রহণের দখল হস্তান্তর প্রদান ও গেজেট প্রকাশ করার সুযোগ নেই।

৫.০ যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ জানান যে, ডিপিপি'র প্রাক্কলনের সময় সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হতে প্রাপ্ত মৌজা রেট ২০১৭ সালের কিন্তু সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন হতে অধিগ্রহণের জন্য ২০২২ সালের মৌজা রেট অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রাক্কলন প্রস্তুত করায় ভূমি অধিগ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতে ৮৩৬.৩৮৯৯ কোটি টাকার অতিরিক্ত ৫০% অর্থাৎ ৮৩৬.৩৮৯৯x০.৫%= ৪১৮.১৯ কোটি টাকা সরকারি বিধি অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি করা যায়। প্রস্তাবিত ৪১৭.০২৪ কোটি টাকার বর্ধিত ব্যয় ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতে সংযোজন করলে মোট প্রকল্প ব্যয় দাঁড়ায় ২৬৫৯৭৯.৮৫ লক্ষ টাকা। প্রস্তাবিত ৪১৭.০২৪ কোটি টাকার বর্ধিত ব্যয় জিওবি হতে সংস্থান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগের সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকার ১৮.১ অনুযায়ী ডিপিইসি'র সুপারিশক্রমে মাননীয় মন্ত্রী সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন করবেন-মর্মে উল্লেখ আছে। তবে, এ ধরনের সংশোধনকে প্রথম বা দ্বিতীয় সংশোধন হিসেবে বিবেচনার পরিবর্তে 'বিশেষ সংশোধন' হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

৬.০ সভাপতি ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ-কে ভৌত কাজ শুরু করার জন্য অতিসত্ত্বর জমির ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি প্রকল্পটি সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতে ৪১৭.০২৪ কোটি টাকার বর্ধিত ব্যয় অনুমোদনের সুপারিশ করা যায় মর্মে মতামত প্রদান করেন।

৭.০ বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পে'র ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতে মৌজা রেট বৃদ্ধিজনিত কারণে ৮৩৬.৩৮৯৯ কোটি টাকার অতিরিক্ত ৪৯.৮৬% অর্থাৎ ৮৩৬.৩৮৯৯x৪৯.৮৬%=৪১৭.০২৪ কোটি টাকার ব্যয় বৃদ্ধিসহ মোট প্রকল্প ব্যয় ২৬৫৯৭৯.৮৫ লক্ষ টাকার বিশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হ'ল।

৮.০ পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মো. মনজুর হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫০.০০.০০০০.০০০.১৪.০১০.২০.২৪

তারিখ: ১০ ফাল্গুন ১৪২৯
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৫) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৬) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৭) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৮) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৯) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
১০) যুগ্মপ্রধান , এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
১১) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
১২) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
১৩) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১৪) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১৫) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ
১৬) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মুন্সিগঞ্জ
১৭) প্রকল্প পরিচালক, পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প
১৮) একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, সেতু বিভাগ
১৯) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ
২০) সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ

মো. আবুল হাসান
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
উন্নয়ন অধিশাখা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন "শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়ক ও গজারিয়া- মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের Project Steering Committee (PSC) এর ৩য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মো. মনজুর হোসেন সচিব
সভার তারিখ	২৬.০২.২০২৩ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
স্থান	জুম অনলাইন প্লাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে (জুম প্লাটফর্মে) সভার কাজ শুরু করেন (পরিশিষ্ট 'ক')।২য় সভার কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় এবং কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিতে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগ তি উপস্থাপন করেন:

২.০ প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান TYPSA-NK-DOHWA-DDC-BCL-DevCon JV এর চুক্তিপত্রের ToR এর মধ্যে বাসেক কর্তৃক চিহ্নিত মোট ২১টি প্রকল্প উল্লেখ আছে। পরবর্তীতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান TYPSA-NK-DOHWA-DDC-BCL-DevCon JV কর্মপরিধি অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বত্র ট্রাফিক সার্ভে পরিচালনা এবং গ্রাভিটি ট্রান্সপোর্ট মডেলিং পদ্ধতির মাধ্যমে ৫৯টি প্রকল্প আলাদাভাবে সনাক্ত করে; যা সভায় উপস্থাপন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, উক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৬টির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং ০১ টির বিস্তারিত নকশা এর কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমান অগ্রগতি ৫০% এবং সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজ সম্পন্নের জন্য রোডম্যাপ তৈরী করা হয়েছে। সংশোধিত চুক্তি অনুসারে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ পর্যন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সম্ভাব্য তারিখ ও প্রকৃত দাখিলের তারিখের একটি তালিকা প্রস্তুত করে সভায় উপস্থাপন করা হয়। তিনি অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে চুক্তি অনুসারে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ১২টি প্রশিক্ষণের মধ্যে গত ০৯/০৬/২০২২, ০৫/০৭/২০২২, ১৯/১০/২০২২ ও ১৩/১২/২০২২ তারিখ ০৪টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। অন্য ০৮ টি প্রশিক্ষণ যথাসময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

৩.০ যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ সভায় জানান যে, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চিহ্নিত ৫৯টি প্রকল্পের মধ্যে ২১-২৫ নং ও ৩১ নং প্রকল্প কোন জেলার ও কোন নদীর উপর অবস্থিত তার নির্দিষ্ট স্থান উল্লেখ নাই। পরবর্তীতে প্রকল্পের কোন জেলা কোন নদীর উপর ও প্রকল্পের শুরু ও শেষ স্থান ও দৈর্ঘ্য উল্লেখ করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন। তাছাড়া, ৪টি প্রকল্পের প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হবে; তার তালিকাও উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করেন। অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় লক্ষীপুর-ভোলা একটি গুরুত্বপূর্ণ করিডোর। এটির প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা প্রয়োজন। জবাবে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, সভায় উপস্থাপনের জন্য অনেক তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীতে সকল তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা হবে।

৪.০ প্রধান প্রকৌশলী, বাসেক বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিলের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যক্রম চলমান মর্মে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জানান। সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীর বক্তব্যের আলোকে ৩০শে জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুতপূর্বক দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, সভাপতি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন এবং সিডিউল অনুযায়ী কর্মশালা আয়োজনের জন্য পরামর্শ দেন।

৫.০ সভাপতি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চান যে, শরিয়তপুর-চাঁদপুর সেতুর ফিজিবিলিটি স্টাডির ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট ২৩/০১/২০২৩ তারিখে দাখিলের জন্য নির্ধারিত থাকলেও অদ্য পর্যন্ত জমা হয়নি। এ বিষয়ে TYPSA এর প্রতিনিধি ৩/৪ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিবেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রতিবেদন জমা দেয়ার অনুরোধ করেন।

৬.০ সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(১) মাস্টার প্লান প্রকল্পের আওতায় সেতু, টানেল ও ফ্লাইওভার ইত্যাদি নির্মাণের জন্য যে সকল স্থান শনাক্ত করা হয়েছে; তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ থাকতে হবে।

(২) মাস্টার প্লান প্রকল্পের TOR ভুক্ত প্রতিবেদনসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়।

(৩) মাস্টার প্লানের চলমান চুক্তির আওতায় থেকে লক্ষীপুর-ভোলা সেতুসহ মোট ৪টি সেতুর প্রাক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

(৪) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন ৩০ জুন/২০২৩ তারিখের মধ্যে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়।

৭.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মো. মনজুর হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫০.০০.০০০০.০০০.১৪.০০৩.২১.৯১

তারিখ: ২১ ফাল্গুন ১৪২৯
০৬ মার্চ ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ

২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) যুগ্মপ্রধান , এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৭) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৮) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
৯) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১০) প্রকল্প পরিচালক, মাস্টারপ্ল্যান শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১১) একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, সেতু বিভাগ
১২) উপপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১৩) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ
১৪) সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ

মো. আবুল হাসান
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
উন্নয়ন অধিশাখা

সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের Project Steering Committee (PSC)-এর ১৫ তম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মো. মনজুর হোসেন সচিব, সেতু বিভাগ।
সভার তারিখ	২৬.০২.২০২৩ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১০:৪৫ ঘটিকা
স্থান	জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন (পরিশিষ্ট 'ক')। তিনি সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন।

২.০ যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) কর্তৃক বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হলে কোন সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয় এবং বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

৩.০ প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৫৭.০৬%। মগবাজার রেলক্রসিং হতে পলাশী মোড় পর্যন্ত ইউটিলিটি লাইনসমূহ অপসারণপূর্বক নির্মাণকাজ শুরু ও এ্যালাইনমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উল্লিখিত বিষয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সভায় সেতু বিভাগ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে সভা করে বেসরকারি অংশীদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে ডিএমটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মেট্রোরেল লাইন-৫ (দক্ষিণ) এর সাথে সমন্বয় করে অত্র প্রকল্পের ডিজাইন/নকশা প্রণয়ন ও অনুমোদনের লক্ষ্যে দ্রুত সমাধান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পিপিপি অফিসে ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়। অধিকন্তু বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান উক্ত অংশের ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্ন করেছে; যা ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে মেট্রোরেল লাইন-৫ (দক্ষিণ) বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, হাতিরঝিল এলাকায় প্রকল্পের এলাইনমেন্ট বরাবর নির্মাণকাজ শুরুর প্রয়োজনীয় অনুমোদনের বিষয়ে রাজউকের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজউকের সাথে আলোচনাক্রমে হাতিরঝিল এলাকায় (পিয়ার নং-৪০৭ হতে ৪১৮) পাইল ড্রাইভিংসহ স্ট্যাটিক পাইল লোড পরীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে।

৩.১ প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কমলাপুর রেলষ্টেশন এলাকায় মাল্টি মোডাল হাব নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ১লা জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের এ্যালাইনমেন্টের কিছুটা পরিবর্তন করে বাংলাদেশ রেলওয়ের চাহিদা মোতাবেক টোল প্লাজা উত্তর দিক থেকে সরিয়ে দক্ষিণে প্রস্তাব করা হয়েছে। অতঃপর ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে, অত্র প্রকল্প ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সাইট ভিজিট করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পুনরায় নকশা প্রস্তুত করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অতিসত্বর

বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর প্রেরণ করা হবে। মহাখালী বাসস্ট্যান্ডের পশ্চিমে প্রকল্পের ওজন স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে যৌথ পরিদর্শনপূর্বক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আরও কিছুটা জায়গা নিয়ে ওজন স্টেশনটি নির্মাণের বিষয়ে একটি নকশা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রেরণ করা হয়েছে। বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সওজ এর আওতাধীন কুড়িল ও এয়ারপোর্ট সড়কের উপর সাইনবোর্ড স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ড্রয়িংসহ ক্যালকুলেশন অনুমোদনের লক্ষ্যে ১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সওজ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.২ প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১১তম বোর্ড সভায় ফ্ল্যাট বরাদ্দ নীতিমালা অনুমোদন হয়েছে; যা ০৭/০৮/২০২২ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ হতে ২৮/০৮/২০২২ তারিখে "ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান" কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম, ২য় এবং ৩য় ধাপের মোট ১১৮৩ জন ক্ষতিগ্রস্তের আবেদন পাওয়া গেছে; যার মধ্যে মোট ৯২৯টি যোগ্য আবেদনপত্র বাছাই করা হয়েছে। আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ২৮/২/২০২৩ খ্রি.।

৪.০ মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে এ প্রকল্প নিয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রতি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি'র প্রতিনিধি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৫.০ অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩য় ও ৪র্থ লাইনের কাজ চলছে বিধায় রেলওয়ের মালিকানাধীন ভূমিতে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্নের সাথে সাথে ভূমি রেলওয়েকে বুঝিয়ে দেয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬.০ প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২৪ শেষ হবে। কাজেই কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে কাজ সম্পন্নের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন।

৭.০ সভাপতি বলেন, মগবাজার রেলক্রসিং হতে পলাশী মোড় পর্যন্ত ইউটিলিটি লাইনসমূহ অপসারণ ও এ্যালাইনমেন্ট সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। তিনি ডিএমটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মেট্রোরেল লাইন-৫ (দক্ষিণ) এর সাথে সমন্বয় করে অত্র প্রকল্পের ডিজাইন/নকশা সমন্বয় করে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণসহ হাতিরঝিল এলাকায় নির্মাণ কাজ চলমান রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশন এলাকার এলাইনমেন্ট চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে যোগাযোগক্রমে দ্রুত সমাধানের অনুরোধ করেন। সড়ক ও জনপথের জায়গায় প্রকল্পের ওজন স্টেশনটি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য নির্মিত ফ্লাট বরাদ্দের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবেদন পাওয়া না গেলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃক্ষের বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, কুড়িল ও এয়ারপোর্ট সড়কের উপর সাইনবোর্ড স্থাপন দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে।

৮.০ বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৮.১ মগবাজার রেলক্রসিং হতে পলাশী মোড় পর্যন্ত ইউটিলিটি লাইনসমূহ অপসারণ ও এ্যালাইনমেন্ট সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার অনুরোধ করা হয়।

৮.২ ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মেট্রোরেল লাইন-৫ (দক্ষিণ) এর সাথে সমন্বয় করে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ডিজাইন/নকশা প্রণয়নের প্রস্তাবটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।

৮.৩ হাতিরঝিল এলাকায় নির্মাণ কাজ চলমান রাখার জন্য রাজউকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার অনুরোধ করা হয়।

৮.৪ কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশন এলাকায় ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের এলাইনমেন্ট চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সমাধানের অনুরোধ করা হয়।

৮.৫ সড়ক ও জনপথের জায়গায় প্রকল্পের ওজন স্টেশন স্থাপনসহ কুড়িল ও এয়ারপোর্ট সড়কের উপর সাইনবোর্ড স্থাপন দ্রুত নিশ্চিত করার বিষয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।

৮.৬ প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য নির্মিত ফ্ল্যাট বরাদ্দের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবেদন পাওয়া না গেলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃক্ষের বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।

৯। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মো. মনজুর হোসেন
সচিব, সেতু বিভাগ।

স্মারক নম্বর: ৫০.০০.০০০০.৩০১.১৪.০০৪.১০.৯০

তারিখ: ২০ ফাল্গুন ১৪২৯
০৫ মার্চ ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সচিব), পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৭) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৮) যুগ্মপ্রধান , এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৯) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
১০) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১১) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা
১২) প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১৩) একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, সেতু বিভাগ
১৪) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ

মো. আবুল হাসান
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
উন্নয়ন অধিশাখা

"ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের Project Steering Committee (PSC)-এর ৮ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মো. মনজুর হোসেন সচিব
সভার তারিখ	২১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ
সভার সময়	১১:৪৫ ঘটিকা
স্থান	জুম প্লাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ক

সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপন করার জন্য যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)-কে অনুরোধ করেন।

২.০ বিগত ২৩/১০/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিতসভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হলে কোন সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। অতপর সভাপতির অনুমতিক্রমে কমিটির সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.০ প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের স্ট্যাক ইয়ার্ড-১ এর জন্য সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ হতে পর্যাপ্ত জমি না পাওয়ায় উত্তরা-৮ নং সেক্টরে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ও টিসিবি'র আওতাধীন ভূমি ব্যবহার করার বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আলোচনা হয়। সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে উক্ত ভূমি প্রকল্পের স্ট্যাক ইয়ার্ড এর জন্য ব্যবহার করার বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি জানান, যথাযথ সরকারি বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ও টিসিবি-কে প্রয়োজনে ভাড়া প্রদান করা যেতে পারে।

৩.১ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্মসচিব জানান, Mobilization Advance প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি মাত্র ৩%; যা সন্তোষজনক প্রতীয়মান হচ্ছেনা। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আগামী ৬ মাসের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল এবং যন্ত্রপাতি এখনো সংগ্রহ করেনি। তিনি আরো জানান, প্রকল্পের কাজে প্রায় ৪০ লক্ষ টন পাথর প্রয়োজন হবে। কিন্তু মধ্যপাড়া গ্রানাইট কোম্পানি লিঃ মাত্র ২০% পাথর সরবরাহ করতে পারবে বলে জানায়। অবশিষ্ট পাথর প্রায় পুরোটাই আমদানি করতে হবে। ঠিকাদার আপাতত স্থানীয়ভাবে পাথর ক্রয় করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদন করছে। এ বিষয়ে সভাপতি প্রকল্প পরিচালক-কে আগামী ৬ মাসের কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা ঠিকাদার হতে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া, এ বিষয়সমূহ নিয়মিতভাবে চীনা এক্সিম ব্যাংক-কে অবহিত করা প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৩.২ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্মসচিব আরো জানান যে, প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল অপেক্ষা লোন এ্যাভেইলিবিলিটি

পিরিয়ড কম বিধায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন বিলম্ব হওয়ার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে চীনা এক্সিম ব্যাংক-এর সাথে কোয়ার্টারলি মনিটরিং সভা আয়োজনের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এছাড়া, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সেতু বিভাগ এবং প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন প্রয়োজন বলেও তিনি জানান। এ প্রসঙ্গে সেতু বিভাগের যুগ্মসচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ) জানান, লোন এ্যাভেইলিবিলিটি পিরিয়ড এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পের মাসিক এবং বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৩.৩ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, ডিজাইন রিভিউ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন এবং ঠিকাদারের ডিজাইন টিমের প্রয়োজনীয় দক্ষতা রয়েছে কিনা; সে বিষয়ে জানতে চান। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, ঠিকাদারের ডিজাইন টিমের একটি অংশ দেশের বাইরে থেকে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। ডিজাইন টিমের লোকবলের তালিকা এবং একাডেমিক সার্টিফিকেট চাওয়া হয়েছে।

৩.৪ অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি যুগ্মসচিব বলেন যে, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের অধিক সময় মাঠ পর্যায়ের কাজ তদারকি করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের রিকুইজিশন ছাড়া অর্থ ছাড় করার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহণের অর্থ বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভূক্ত নয়।

৩.৫ সভাপতি প্রকল্পের ইউটিলিটি স্থানান্তরের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি সংস্থাসমূহ ইউটিলিটি স্থানান্তরের জন্য প্রকল্প দপ্তর বরাবর প্রাক্কলন প্রেরণ করছে। প্রকল্প দপ্তর হতে যাচাই-বাছাইপূর্বক উক্ত অর্থ প্রদানের জন্য ঠিকাদারকে নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত অর্থ চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তীতে Provisional Sum হতে পরিশোধ করার বিধান রয়েছে।

৩.৬ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের Government Inspector of Bangladesh Railway (GIBR) হতে নকশা অনুমোদনের বিষয়টি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। সে প্রেক্ষিতে GIBR হতে নকশা অনুমোদনের বিষয়টি প্রকল্পের চ্যালেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সাথে প্রকল্পের সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রকল্প হতে ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন বলে তিনি সভাকে জানান। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এই বিষয়ে সম্প্রতি Dhaka Transport Coordination Authority (DTCA)-তে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে আপ ও ডাউন র‍্যাম্পের ব্যবস্থা রাখা হবে মর্মে জানানো হয়। সভাপতি এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের বিষয়টি উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.৭ সভাপতি প্রকল্পের কাজের নিবিড় তদারকির জন্য স্ট্যাক ইয়ার্ড-৩ এ একটি সাইট অফিস চালু করার অনুরোধ করেন এবং জুন/২০২৩-এর মধ্যে প্রকল্পের কাজের ভৌত অগ্রগতি ন্যূনতম ৫% অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া, তিনি ঢাকা-আশুলিয়ার বিভিন্ন ব্যস্ততম ও জনবহুল পয়েন্টসমূহ বিবেচনায় নিয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক Traffic Management, Road Maintenance, Road Safety ও Worker Safety সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করেন।

৪.০ বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

(১) যথাযথ সরকারি বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ও টিসিবি-কে প্রয়োজনে ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

(২) লোন এ্যাভেইলিবিলিটি পিরিয়ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা ১৫ কার্যদিবসের সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

(৩) চীনা এক্সিম ব্যাংক-এর সাথে অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত কোয়ার্টারলি মনিটরিং সভা করা যায় কি-না; তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ই আর ডি কে অনুরোধ করা হয়।

(৪) অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সেতু বিভাগ এবং প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয় ।

(৫) ডিজাইন রিভিউ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হয় ।

(৬) ইউটিলিটি লাইনসমূহের রিলোকেশনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সংস্থা / প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়পূর্বক যথানিয়মে অর্থ পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হয়;

(৭) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রেখে প্রকল্পের বিমানবন্দর এলাকায় আপ ও ডাউন র‍্যাম্পের সুযোগ রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়।

(৮) প্রকল্পের কাজের নিবিড় তদারকির জন্য স্ট্যাক ইয়ার্ড-৩ এ একটি সাইট অফিস স্থাপন এবং জুন/২০২৩-এর মধ্যে প্রকল্পের কাজের ভৌত অগ্রগতি ন্যূনতম ৫% অর্জন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

(৯) ঢাকা-আশুলিয়ার বিভিন্ন ব্যস্ততম ও জনবহুল পয়েন্টসমূহ বিবেচনায় নিয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক Traffic Management, Road Maintenance, Road Safety ও Worker Safety সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৫.০ সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত করা হয়।

মো. মনজুর হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫০.০০.০০০০.৩০১.১৪.০০৩.১৩.১১৫

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৯
২৭ মার্চ ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ

২) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৩) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৬) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৭) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ

৮) যুগ্মপ্রধান , এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ

৯) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১০) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১১) পরিচালক, ডাইরেক্টর (অপারেশন এ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১২) প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১৩) উপপ্রকল্প পরিচালক,ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেওয়ে নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১৪) একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, সেতু বিভাগ

১৫) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ

মো. আবুল হাসান
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
উন্নয়ন অধিশাখা

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্পের Project Steering Committee (PSC)'র ৭ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মো. মনজুর হোসেন সচিব
সভার তারিখ	২১/০৩/২০২৩ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১২:৩০ ঘটিকা।
স্থান	জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। তিনি সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনা শুরু করার জন্য সেতু বিভাগের যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)-কে অনুরোধ করেন। তিনি উক্ত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করলে কোন সংশোধনী না থাকায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২.০ সভাপতির অনুমতিক্রমে কর্ণফুলী প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সভায় উপস্থাপন করেন এবং সভাপতিসহ উপস্থিত সদস্যগণ মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.০ প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, প্রকল্পের ডিপিপি'র ২য় সংশোধনী বিগত ১৭/০১/২০২৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। বিগত ২৬ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে টানেলের পূর্ত কাজের সমাপ্তির ভার্চুয়াল উদযাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল কাজসমূহের যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ০৭ টি সিস্টেমের প্রি-কমিশনিং ও কমিশনিং কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে প্রি কমিশনিং কাজ- ৮৫% ও কমিশনিং কাজ-৫০% সম্পন্ন হয়েছে।

৪.০ সভাপতির অনুমতিক্রমে ইআরডি'র প্রতিনিধি জানান যে, লোন এ্যাভেইলিবিলিটি পিরিয়ড-এর মধ্যে চীনা এক্সিম ব্যাংক হতে লোনের টাকা শতভাগ ছাড় করা প্রয়োজন। এ কারণে প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঠিকাদারের প্রাপ্য সকল অর্থ পরিশোধ করার ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে অনুরোধ করেন।

৫.০ সভাপতি অতিগুরুত্বপূর্ণ এ প্রকল্পের সকল কার্যক্রম (সার্ভিস এরিয়াসহ) যথাসময়ে সম্পন্নের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা দেন। এছাড়াও তিনি টানেলের মধ্যে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য গাড়ীর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন এবং টানেলের নিরাপত্তার স্বার্থে অতি শীঘ্রই টানেলের উভয় প্রান্তে ভেহিকল স্ক্যানার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) কে অনুরোধ করেন।

৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ-

৬.১ ।প্রকল্পের সার্ভিস এরিয়ার কাজের অগ্রগতি বাড়াতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সার্ভিস এরিয়ার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এই বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।

৬.২। টানেলের নিরাপত্তার স্বার্থে অতি শীঘ্রই টানেলের উভয় প্রান্তে ভেহিকল স্ক্যানার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করার অনুরোধ করা হয়।

৬.৩। টানেলের মধ্যে দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গাড়ীর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করার অনুরোধ করা হয়।

৬.৪। লোন এ্যাভেইলিবিলিটি পিরিয়ড-এর মধ্যে চীনা এক্সিম ব্যাংক হতে লোনের অবশিষ্ট অংশ ছাড় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রকল্প সময়ের মধ্যে ঠিকাদারের সকল প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করার অনুরোধ করা হয়।

৬.৫। টানেল যান চলাচলের নিমিত্ত উন্মুক্তকরণের জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মো. মনজুর হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫০.০০.০০০০.০০০.১৪.০১৩.১০.১১২

তারিখ: ১৪ চৈত্র ১৪২৯
২৮ মার্চ ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৭) যুগ্মপ্রধান , এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৮) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
৯) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১০) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১১) পরিচালক, ডাইরেক্টর (অপারেশন এ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১২) প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক, কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্প

১৩) একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, সেতু বিভাগ

১৪) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সেতু বিভাগ

মো. আবুল হাসান
উপসচিব

Bangladesh Bridge Authority

Bangabandhu Bridge, Bhuapur, Tangail

Total Traffic & Income of Stackyard

Amount of three month report-2023

Name of Month & Year		East		West		Total Traffic	Total Cash	Remarks
		SY. Traffic	Cash	SY. Traffic	Cash			
Jan	23	9135	456,750	9924	496,200	19059	**952,950.00**	
Feb	23	7388	369,400	8278	413,900	15666	**783,300.00**	
Mar	23	7857	392,850	8740	437,000	16597	**829,850.00**	
Total		**24380**	**1219000**	**26942**	**1347100**	**51322**	**2566100.00**	

Abir 04.04.23

মোঃ আবীর হোসেন
সহকারী প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিস
ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ ভিখারুদ্দৌলা চৌধুরী যুগ্মসচিব ও পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সভার তারিখ	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
সভার সময়	বিকাল ০৩.০০ টা
স্থান	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক'

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতেই আলোচ্যসূচি-১ অনুযায়ী গত ০৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। এরপর সভাপতি কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-কে সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি গত ০৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি প্রকল্প পরিচালক এবং প্রতিনিধিগণকে একে একে প্রকল্পের বিদ্যমান সমস্যা এবং সমাধানের সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে প্রস্তাবনা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

৩। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক এবং উপস্থিত প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সুপারিশ গৃহীত হয়:

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	আলোচনা/বিদ্যমান সমস্যা	সমাধানের সুপারিশ

০১।	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নদীশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প জানান যে, ক) জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত নদীশাসনের ৯৭.০০ ভাগ ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ আগামী জুন ২০২৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সভাপতি জুন ২০২৩ এর পূর্বে আবশ্যিকভাবে নদীশাসন এর কাজ শতভাগ সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) জুন ২০২৩ এর পূর্বে আবশ্যিকভাবে নদীশাসন এর কাজ শতভাগ সম্পন্ন করতে হবে।
		খ) প্রকল্পের পুনর্বাসন এলাকায় পরিচালিত স্কুল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহ সরকারিকরণের বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	খ) পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পুনর্বাসন এলাকায় পরিচালিত স্কুল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহ সরকারিকরণে প্রকল্প দপ্তর হতে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
		গ) মূল সেতুর চূড়ান্ত O&M ম্যানুয়াল ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়েছে। নদীশাসনের নির্মাণ কাজ এবং O&M ম্যানুয়াল চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের নদীশাসন কাজের O&M ম্যানুয়াল জুন ২০২৩ এর মধ্যে চুড়ান্তকরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	গ) জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের মূল সেতু ও নদীশাসন কাজের O&M ম্যানুয়াল চূড়ান্তকরণের জন্য প্রকল্প দপ্তর হতে জরুরিভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
		ঘ) প্রকল্পের কাজ চলমান বিধায় যন্ত্রপাতি ও যানবাহন বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। কাজেই যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের অবশিষ্ট তালিকা (Inventory) চূড়ান্ত করা যাচ্ছে না। প্রকল্পের কাজ শেষে যানবাহন ও যন্ত্রপাতির তালিকা (Inventory) প্রস্তুত করে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হবে।	ঘ) পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের অবশিষ্ট তালিকা (Inventory) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের এ সংক্রান্ত কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে।
		ঙ) পদ্মা সেতুসহ বিবিএ’র আওতাধীন সম্পূর্ণ সেতু এলাকাটি মাওয়া প্রান্তে অবস্থিত “পদ্মা সেতু (উত্তর) থানা” এবং জাজিরা প্রান্তে অবস্থিত “পদ্মা সেতু (দক্ষিণ) থানা” এর আওতাধীন করার বিষয়ে সেতু বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রের আলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বিবিএ’র ওএন্ডএম অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।	ঙ) পদ্মা সেতুসহ বিবিএর আওতাধীন সম্পূর্ণ সেতু এলাকাটি মাওয়া প্রান্তে অবস্থিত “পদ্মা সেতু (উত্তর) থানা” এবং জাজিরা প্রান্তে অবস্থিত “পদ্মা সেতু (দক্ষিণ) থানা” এর আওতাধীন করার বিষয়ে সেতু বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রের আলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বিবিএ’র ওএন্ডএম অনুবিভাগ হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
		চ) প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য গত ২২/০১/২০২৩ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি, প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	চ) প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে প্রকল্প দপ্তর হতে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
		ছ) সভায় পদ্মা সেতু প্রকল্পে ডিপিপির আলোকে নিয়োজিত জনবল সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনে প্রকল্প দপ্তর হতে বেতন গ্রহণপূর্বক সেতুর O&M এর কাজে নিয়োজিত করার বিষয়ে সেতু কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এমন প্রস্তাব করা হলে সভাপতি একমত পোষণ করেন।	ছ) সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পদ্মা সেতু প্রকল্পের ডিপিপির আলোকে নিয়োজিত জনবল হতে সেতুর O&M এর কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে এমন জনবলের তালিকা প্রকল্প দপ্তর হতে বিবিএ’র নিকট দাখিল করতে হবে।

		জ) মূল সেতুর ড্রেজিং কাজের অংশ হিসেবে পদ্মা সেতু এলাকা থেকে বালু উত্তোলনের জন্য ২১টি ড্রেজারকে সীমিতভাবে অনুমতি দেয়া হয়েছে।	জ) অনুমোদিত ড্রেজার ব্যতীত অন্য কেউ যেন পদ্মা সেতু এলাকা থেকে বালু উত্তোলন করতে না পারে প্রকল্প দপ্তর হতে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং উত্তোলিত বালু অন্যত্র বিক্রয় করা যাবে না।
০২।	কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ	ক) প্রকল্পের সার্ভিস এরিয়ার কাজ ত্বরান্বিত করার বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান CCCC-এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	ক) প্রকল্পের সার্ভিস এরিয়ার কাজ ত্বরান্বিত করার বিষয়ে প্রকল্প দপ্তর হতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান CCCC এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
		খ) কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পে অস্থায়ীভাবে কর্মরত কর্মচারীগণ ইতোমধ্যে ব্যাপক কর্ম অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেছে। তাদের কর্ম অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কাজে লাগানো যেতে পারে। তাই প্রকল্প শেষে তাদেরকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অন্যত্র পদায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সভাপতি, কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পে অস্থায়ীভাবে কর্মরত যেসকল কর্মচারীগণ ইতোমধ্যে ব্যাপক কর্ম অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেছে তাদেরকে প্রকল্প শেষে টানেলের O&M অপারেটরের জনবলে অগ্রাধিকারভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে প্রস্তাব করলে উপস্থিত সবাই একমত পোষণ করে।	খ) কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পে অস্থায়ীভাবে কর্মরত যেসকল কর্মচারীগণ ইতোমধ্যে ব্যাপক কর্ম অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেছে তাদেরকে প্রকল্প শেষে টানেলের O&M অপারেটরের জনবলে অগ্রাধিকারভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
		গ) সভায় উপপরিচালক (প্রশাসন), কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প জানান যে, প্রকল্পের পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী এনজিও-এর মেয়াদ ডিসেম্বর/২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। । তিনি আরও জানান, ভূমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ ও মামলার কারণে জেলা প্রশাসক কার্যালয় কর্তৃক ধীরগতিতে CCL প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তৎপ্রেক্ষিত, বাস্তবায়নকারী এনজিও-এর মেয়াদের পর প্রাপ্ত CCL সমূহের বিপরীতে অতিরিক্ত মঞ্জুরীর অর্থ প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও সেতু বিভাগ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে বলে তিনি জানান। প্রকল্পের পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী এনজিও CCDB- কে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ের জন্য পুনরায় নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	গ) কর্ণফুলী টানেল প্রকল্পের পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী এনজিও CCDB- কে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ের জন্য পুনরায় নিয়োগ প্রদানের বিষয়ে প্রকল্প দপ্তর হতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।

০৩	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প	ক) সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মেট্রোরেল লাইন-৫ (দক্ষিণ) এফডিসি গেট সংলগ্ন রেলক্রসিং এলাকার এ্যালাইনমেন্ট এর বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে প্রকল্পের ৩য় ধাপের এ্যালাইনমেন্ট, Batching Plant ও Pre-cast yard নির্মাণ, টোল প্লাজা এবং কমলাপুর ICD এরিয়া সংক্রান্ত বিষয়ের সমস্যাসমূহ নিরসনে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে সমস্যাসমূহ নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার আলোকে প্রকল্প দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
		খ) আগামী জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে বিমান বন্দর হতে বনানী পর্যন্ত যান চলাচলের জন্য ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে উন্মুক্ত করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	খ) আগামী জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে বিমান বন্দর হতে বনানী পর্যন্ত যান চলাচলের জন্য ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে উন্মুক্ত করার জন্য প্রকল্প দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
০৪	ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	ক) সভায় উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প জানান যে, ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের ঢাকা অংশে ২য় ধাপের ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। শীঘ্রই ০৭ ধারা নোটিশ জারি করা হবে।	ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
		খ) প্রকল্প এলাকার ইউটিলিটি শিফটিং-এর বিষয়ে BTCL, DESCO, REB, TGTDCL-এর সাথে পত্র যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। BTCL দপ্তর হতে আংশিক প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। প্রকল্প এলাকার ইউটিলিটি শিফটিং-এর কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রকল্প দপ্তরের সুপারিশসহ সেতু বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প এলাকার ইউটিলিটি শিফটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
		গ) প্রকল্পের রেলওয়ে অংশের এলাইনমেন্ট চূড়ান্তকরণের বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। উক্ত অংশের নকশা অনুমোদনের জন্য ইতোমধ্যে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের লাইনের উপর দিয়ে এলাইনমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকল্প দপ্তর হতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
০৫	গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ	উত্তরা বিডিআর মার্কেট সংলগ্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়্যার হাউজ এবং সিটি কর্পোরেশনের ময়লা রাখার স্থাপনাটি স্থানান্তরের জন্য ইতোমধ্যেই প্রকল্প থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে এবং স্থাপনা দুইটি অপসারণের জন্য কয়েক দফায় পত্র প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ অগ্রগতি হিসেবে জানা যায়, স্থাপনা দুইটি নতুন জায়গায় স্থানান্তরের জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। অচিরেই অপসারণ করা হবে।	উত্তরা বিডিআর মার্কেট সংলগ্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়্যার হাউজ এবং সিটি কর্পোরেশনের ময়লা রাখার স্থাপনাটি দ্রুত অপসারণের জন্য প্রকল্প দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

০৬	কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কের ১৭তম কিলোমিটারে (জেড-৮০৫২) পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প	ক) সভায় প্রকল্প পরিচালক, কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প জানান যে, নদীর অংশের ভায়াডাক্টের Span Length পরিবর্তন করায় কি পরিমাণ ব্যয় বাড়বে বা কমবে এ বিষয়ে PIC এবং PSC সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। PSC সভা হতে Technical & Financial সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণপূর্বক প্রাক্কলন প্রস্তাব পরবর্তী PSC সভায় পুনরায় উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে।	ক) নদীর অংশের ভায়াডাক্টের Span Length ১০০ মিটার দৈর্ঘ্য করা হলে কি পরিমাণ ব্যয় বাড়বে বা কমবে তা বিশ্লেষণপূর্বক প্রাক্কলন প্রস্তাব পরবর্তী PSC সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
		খ) পাঁচ তলা বিশিষ্ট টোল ভবন, অফিস কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের পরিবর্তে তিন তলা বিশিষ্ট টোল মনিটরিং (অফিসসহ) ভবন এবং দুই তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ এর বিষয়ে PIC এবং PSC সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। PSC সভা হতে Technical & Financial সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণপূর্বক প্রাক্কলন প্রস্তাব পরবর্তী PSC সভায় পুনরায় উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে।	খ) পাঁচ তলা বিশিষ্ট টোল ভবন, অফিস কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের পরিবর্তে তিন তলা বিশিষ্ট টোল মনিটরিং (অফিসসহ) ভবন এবং দুই তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ এর বিষয়ে পরবর্তী PSC সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
		গ) সভায় প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এটি প্রকল্পের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা বলেও তিনি উল্লেখ করেন।	গ) প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করণের বিষয়ে প্রকল্প দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৭	পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প।	ক) প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন, ভূমি ও পুনর্বাসন, অর্থ ও হিসাব) অতিরিক্ত দায়িত্বে ও উপসহকারী প্রকৌশলীর ২টি পদ প্রেষণে প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরও বলেন, প্রকল্পের ডিপিডি (প্রশাসন), ডিপিডি (কারিগরি) ও সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) বর্তমানে অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত রয়েছে। ফলে প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত ৩টি পদে প্রেষণে পদায়ন করা অত্যন্ত জরুরি।	ক) প্রকল্পের ডিপিডি (প্রশাসন), ডিপিডি (কারিগরি) ও সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) পদসমূহে প্রেষণে (পূর্ণদায়িত্বে) কর্মকর্তা পদায়নের বিষয়ে প্রকল্প দপ্তর হতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
		খ) প্রকল্পের কাশিপুরস্থ শিকদার রোলিং মিল এর জমিসহ অধিগ্রহণকৃত সমুদয় জমি অতিসত্বর হস্তান্তর করা প্রয়োজন।	খ) ভূমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করণের বিষয়ে প্রকল্প দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
		গ) মুন্সিগঞ্জ জেলার আওতাধীন জমিতে ১৩টি অবকাঠামো বিদ্যমান থাকায় তা উচ্ছেদের জন্য ৩১/১০/২০২২ ইং তারিখ পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যবধি উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করা হয়নি। উল্লেখিত ১৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২টি প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে মহামান্য হাইকোর্টে Writ Petition দাখিল করেছে।	গ) মুন্সিগঞ্জ জেলার আওতাধীন জমিতে বিদ্যমান ১৩টি অবকাঠামো উচ্ছেদের বিষয়ে প্রকল্প দপ্তর হতে ডিসি অফিসের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
		ঘ)) Management Support Consultant (MSC) কে অতিসত্বর নিয়োগ করা প্রয়োজন বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। সংশোধিত ডিপিপি-তে MSC নতুন অঙ্গ হিসেবে অন্তর্ভূক্তিসহ ৩৮৮১.২০ লক্ষ টাকা অর্থায়নের বিষয়টি অনুমোদনের প্রস্তাব গত ০৫/০১/২০২৩ ইং তারিখ সেতু বিভাগ হতে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	ঘ) Management Support Consultant (MSC) নিয়োগের বিষয়ে প্রকল্প দপ্তর হতে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
		ঙ) প্রকল্প পরিচালক জানান যে, নারায়ণগঞ্জ জেলার আওতাধীন ৩১.৬৯২৫ একর জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ সর্বমোট ১০৪৩,৩০,১৯,৪৮৩.২০ (এক হাজার তেতাল্লিশ কোটি ত্রিশ লক্ষ উনিশ হাজার চারশত তিরাশি দশমিক দুই শূন্য) টাকার মধ্যে ৫১৯.৬৮ কোটি টাকা জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জকে পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫২৪ কোটি টাকা ১০/০১/২০২৩ তারিখ হতে ১২০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ফলে উক্ত টাকা বাসেকের নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে যা সংশোধিত বাজেট প্রাপ্তি ও বিশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের পর পরিশোধ করা হবে।	ঙ) এ ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
০৮	ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ পিপিপি প্রকল্প	LAP, RAP, EIA এবং Traffic Study চূড়ান্ত হয়েছে। তাছাড়া Updated Feasibility Study Report দাখিল করেছে। যা শীঘ্রই PPPA এর নিকট প্রেরণ করা হবে।	Updated Feasibility Study Report Public Private Partnership Authority (PPPA) এর নিকট প্রেরণ করতে হবে।
০৯	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II (এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ) (সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ-৩৪ কিলোমিটার)	প্যাকেজ নং-৫ এর এলেঙ্গা অংশে আসন্ন ইদ-উল-ফিতরের সময় যানবাহনের চলাচল নিরবচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে সার্ভিস সড়ক নির্মাণ কাজ এবং এ প্যাকেজের আওতায় ৫ টি কালভার্ট নির্মাণ ও সাইট অফিস, একমোডেশন, ল্যাবরেটরি ও মালামালের স্ট্যাক ইয়ার্ডসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।। প্যাকেজ নং-৬ এর কাজের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৬৫.৫২%। কড্ডা ফ্লাইওভারের গার্ডার স্থাপন এবং স্ল্যাব নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্যাকেজের সকল কালভার্ট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য ব্রীজ, আন্ডারপাস এবং সড়ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।	প্যাকেজ নং-৫ এর নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প দপ্তর হতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

১০	চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়কে ও গজারিয়া-মুন্সিগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন	ক) বাসেকের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, Dhaka Elevated Inner Ring Road-এর Alignment বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনের জন্য প্রকল্প দপ্তর হতে কার্যপত্র প্রস্তুত করে সেতু বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন করা হয়নি। ডিটিসিএ এর সর্বশেষ বোর্ড মিটিং এ সচিব, সেতু বিভাগ মহোদয় এ বিষয়টি উপস্থাপন করেন।	ক) Dhaka Elevated Inner Ring Road-এর Alignment বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনের জন্য প্রকল্প দপ্তর হতে সেতু বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
		খ) মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্প এর আওতায় কুড়িগ্রাম-রৌমারী সংযোগে সেতু নির্মাণের জন্য Feasibility Study এর কাজ চলমান রয়েছে। গত ১৯/১২/২০২২ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Chilmari-Rowmari Bridge Feasibility Study: Draft Final Report দাখিল করা হয়েছে	খ) মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্প এর আওতায় কুড়িগ্রাম-রৌমারী সংযোগে সেতু নির্মাণের জন্য Feasibility Study নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
		গ) (i) ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণে ইতোপূর্বে সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা রিভিউ কাজ চলমান রয়েছে। (ii) মতলব উত্তর উপজেলা-গজারিয়া উপজেলা সড়কে মেঘনা-ধনাগদা নদীর উপর সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার উপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গত ১৪/০৮/২০২২ তারিখে Draft Feasibility Study Report এবং গত ২২/১২/২০২২ তারিখ Matlab Uttar-Gazaria Bridge Feasibility Study: Final Report দাখিল করেছে। গত ০২/০২/২০২৩ তারিখে Matlab Uttar-Gazaria Bridge Feasibility Study: Final Report এর উপর প্রকল্পের Technical Advisory Committee (TAC) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে Details Design এর Survey কাজ চলমান আছে।	গ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণে ইতোপূর্বে সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা রিভিউ করার বিষয়ে প্রকল্প দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ ভিখারুদ্দৌলা চৌধুরী
যুগ্মসচিব ও পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

স্মারক নম্বর: ৫০.০১.০০০০.৩০১.১৪.০০৪.২১.৮৬

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪২৯
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) যুগ্ম-সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, সেতু বিভাগ

২) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, সেতু বিভাগ

৩) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা

৪) জনাব মোঃ হারুনুর রশীদ চৌধুরী , প্রকল্প পরিচালক, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প , সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা

৫) জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন খান , প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা

৬) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উন্নয়ন অধিশাখা, সেতু বিভাগ

৭) অতিরিক্ত পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

৮) অতিরিক্ত পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক (সেইফগার্ড) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

৯) জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, প্রকল্প পরিচালক, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা

১০) জনাব আবু হুমায়ুন মোঃ সাখাওয়াত আকতার , প্রকল্প পরিচালক, সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা

১১) জনাব শফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।

১২) সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (মনিটরিং) এর দপ্তর , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১৩) জনাব মোঃ গোলাম মর্তুজা, অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক-১, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II , বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিস, টাংগাইল

১৪) জনাব মো: তোফাজ্জেল হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা

১৫) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান, প্রকল্প পরিচালক, বিআরটি প্রকল্প [সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ] , উত্তরা, ঢাকা।

১৬) প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), আইসিটি সেল, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১৭) উপপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১৮) উপপরিচালক, সেইফগার্ড শাখা, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১৯) উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন শাখা, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

২০) সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

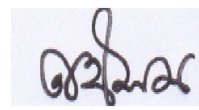

এ এফ এম তাজুল ইসলাম
উপপরিচালক